পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার



সচিবালয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানির সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত Joris Van Bomme *সাক্ষাৎ করেন*

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। ৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে সচিবালয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এমপি'র সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত Joris Van Bomme সাক্ষাৎকালে এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ এমপি এসময় উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশের বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী। নেদারল্যান্ডসের সাথে বাংলাদেশের অত্যন্ত সুদৃঢ় সম্পর্ক বিরাজমান। দুই দেশের মধ্যে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা বিনিময়, শিক্ষা, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।

এ্যানি চৌধুরী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমীক্ষা সম্পন্ন হলে অচিরেই তিস্তা মহাপরিকল্পনা অনুমোদনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন মন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেন, ১৯৭৭ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহযোগিতার জন্য নেদারল্যান্ডসের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নেদারল্যান্ডস অতীতে যেভাবে ভূমিকা রেখেছে তা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান তিনি।

রাষ্টদূত বলেন, বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস ব-দ্বীপ। ভূ-প্রকৃতিভাবে উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। বাংলাদেশে টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, নদীর তীর সংরক্ষণ ও ভাঙ্গণ প্রতিরোধে ডাচ সরকার কাজ করতে আগ্রহী বলে তিনি জানান। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নেদারল্যান্ডস যেভাবে ভূমিকা রেখেছে আগামীতেও তা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

এসময় পানি সম্পদ সচিব ড. এ. কে. এম শাহাবুদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব খোন্দকার আজিম উদ্দিন এবং অতিরিক্ত সচিব মহা. এনামূল হক উপস্থিত ছিলেন।

টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নদী রক্ষায় এডিবি'র সহযোগিতা প্রত্যাশা পানি সম্পদ মন্ত্রীর



মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বাংলাদেশে নিযুক্ত এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর Qingfeng Zhang *এর সাথে বৈঠক করেন*

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

বাংলাদেশের টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নদী তীর রক্ষায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি'র) অব্যাহত সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এমপি। মানসম্মত অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারে সরকার এডিবি'র সাথে কাজ করতে আগ্রহী বলে জানান তিনি।

৩ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সচিবালয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত এডিবি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর Qingfeng Zhang সাক্ষাৎকালে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন মন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ এমপি এসময় উপস্থিত ছিলেন। এডিবি'র নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টরকে বাংলাদেশে স্বাগত জানিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, টেকসই প্রবৃদ্ধি, দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এডিবি আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এসময় তিনি পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিভিন্ন রুপান্তরমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এডিবিকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী আজাদ বলেন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশের বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা বিনিময়, শিক্ষা, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এডিবিকে সহযোগিতা বৃদ্ধির অনুরোধ জানান তিনি।

এডিবি কান্ট্রি ডিরেক্টর চিংফেং ঝাং বলেন, বাংলাদেশে সংস্থাটি অন্যতম বৃহৎ দেশভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশের সাথে অংশীদারীত্ব জোরদার এবং নতুন কান্ট্রি পার্টনার্শিফ স্ট্রাটেজি প্রণয়নে কাজ করছেন। টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নদীর তীর সংরক্ষণ ও ভাঙ্গণ প্রতিরোধে এডিবি কাজ করতে আগ্রহী বলে তিনি জানান তিনি।

এসময় পানি সম্পদ সচিব ড. এ. কে. এম শাহাবুদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব খোন্দকার আজিম উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব মহা. এনামূল হক এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ রুহুল আমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তিস্তা নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবেঃ পানি সম্পদ মন্ত্রী



বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার হলে তিস্তা নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা শীর্ষক বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

তিস্তা নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত, পরিবেশবান্ধব ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলেছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এমপি। তিস্তা অববাহিকার মানুষের জীবন-জীবিকা, কৃষি, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

১৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বুয়েটের পানি সম্পদ কৌশল বিভাগের আয়োজনে "তিস্তা নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু এমপি ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ এমপি এসময় উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী আরও বলেন, তিস্তা উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে জড়িত। শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা এবং বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানির প্রবাহ তিস্তা অববাহিকার মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের কারণ। নদীর ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, শুষ্ক মৌসুমে পানি ধরে রাখা এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে অতিদ্রুত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে বলে তিনি জানান।

এ্যানি চৌধুরী আরও বলেন, দেশের স্বার্থ জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার। গঙ্গা চুক্তি বিষয়ে তিনি বলেন, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে যথাসময়ে চুক্তি নবায়নের কাজ চলছে। পানির ন্যায্য হিস্যার বিষয়ে কোন ছাড় দেওয়া হবে না বলে তিনি জানান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা পাড়ের মানুষের হাহাকার কাছ থেকে দেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অতিদ্রুত তিস্তা পাড়ের মানুষের দূর্দশা লাঘবে গ্রহণযোগ্য সমাধান প্রত্যাশা করেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী আজাদ বলেন, তিস্তা অববাহিকার মানুষের দীর্ঘদিনের চাওয়া তিস্তা মহাপরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা টেকসই করতে সরকার কাজ করছে। ইতোমধ্যে কারিগরী কমিটির গঠন করা হয়েছে, দেশী-বিদেশি বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনের মতামত নেওয়া হচ্ছে। তিস্তায় টেকসই সমাধানের পাশাপাশি পানির ন্যায্য হিস্যার বিষয়েও সরকার সজাগ রয়েছে বলে তিনি জানান।

তিস্তা চ্যালেঞ্জেস বিষয়ে কী নোট উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মাসফিকুস সালেহীন, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট, বুয়েট, সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অপশানস বিষয়ে অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট এবং ওয়াটার কনজার্ভেশন অ্যান্ড ইরিগেশন ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে ড. মোহা. সরফরাজ বান্দা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খন্দকার আজিম উদ্দিন। প্যানেল আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, উপদেষ্টা যৌথ নদী কমিশন, অধ্যাপক ড. আবুল ফজল এম সালেহ, প্রাক্তন অধ্যাপক বুয়েট, মো: রুহুল আমিন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

নদীভাঙন ও ভূমিক্ষয় রোধে বিন্না ঘাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেঃ পানি সম্পদ মন্ত্রী



পানি ভবনের সভাকক্ষে বিন্না ঘাস পলিসি ফর বাংলাদেশ বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এমপি বলেছেন, নদীভাঙন, ভূমিক্ষয় ও মাটির ক্ষয় রোধে বিন্না ঘাস একটি কার্যকর, পরিবেশবান্ধব ও স্বল্পব্যয়ী প্রাকৃতিক সমাধান হতে পারে। নদীর তীর, বাঁধের ঢাল, হাওরাঞ্চল এবং ক্ষয়প্রবণ এলাকায় পরিকল্পিতভাবে বিন্না ঘাস রোপণের মাধ্যমে মাটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১৬ আগস্ট, ২০২৬ রাজধানীর পান্থপথে পানি ভবনে বিন্না ঘাস পলিসি ফর বাংলাদেশ বিষয়ক সভায় বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ এমপি এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, বিন্না ঘাসের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে শক্তভাবে মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। ফলে বৃষ্টির পানি, ঢেউ ও স্রোতের কারণে মাটির ক্ষয় কমাতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে নদী ও খালের তীর, বাঁধ, পাহাড়ি ঢল এবং হাওর অঞ্চলে এ ঘাসের ব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি অবকাঠামোর স্থায়িত্ব বাড়াতে পারে। বাংলাদেশে নদীর পাড় ও বাঁধের মাটি রক্ষায় বিন্না ঘাসের ব্যবহার বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান তিনি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের নদী, খাল, বাঁধ ও জলাধার সংরক্ষণে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী আজাদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশে বন্যা, নদীভাঙন, অতিবৃষ্টি ও ভূমিক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়ছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় শুধু কংক্রিটের অবকাঠামোর ওপর নির্ভর না করে প্রকৃতিনির্ভর ও পরিবেশবান্ধব সমাধানকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিন্না ঘাস সেই ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি জানান।

সভায় বিন্না ঘাসের উপকারিতা ও সম্ভাবনা বিষয়ে পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম। এসময় পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ রুহুল আমিন, মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দেশের স্বার্থ রক্ষা করে পানি নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে ফারাক্কা চুক্তি নবায়ন করা হবেঃ পানি সম্পদ মন্ত্রী



বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত গঙ্গা চুক্তিঃ পুনঃনবায়ন বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এমপি বলেছেন, ফারাক্কা পানি বন্টন চুক্তি নবায়নে পানির অধিকার, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। ক্রমবর্ধমান বাস্তবতায় দেশের স্বার্থ রক্ষা করে পানি নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে ফারাক্কা চুক্তি নবায়ন করা হবে।

১৮ আগস্ট, ২০২৬ রাজধানীর ধানমন্ডিতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (বিআইএলআইএ) আয়োজিত গঙ্গা পানি চুক্তিঃ পুনঃনবায়ন বিষয়ে সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ এমপি এসময় উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী আরও বলেন, ১৯৭৭ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়ে করা ফারাক্কা চুক্তি ছিলো শ্রেষ্ঠ। ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে পানি পাওয়ার গ্যারান্টি ক্লজ ছিলো। ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ বাদ দেওয়া হয়েছে।

চুক্তি নবায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেশের স্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে আমরা কাজ করছি। বাংলাদেশের স্বার্থকে সম্মান দেয়া, মানুষের মনোভাব কে গুরুত্ব দেয়া এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবেশী দেশের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন মন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী আজাদ বলেন, ভারতের সাথে আমাদের ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে। এসকল নদীগুলোর বেশিরভাগের নাব্যতা নেই। নদীতে নাব্যতা আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পাঁচ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী-খাল ও জলাশয় খননের পরিকল্পনা নিয়েছেন। উপযুক্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে যৌথ নদী কমিশনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগের কথা জানান তিনি।

সেমিনারে কী নোট স্পীকার ছিলেন অন্তবর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। সভাপতিত্ব করেন বিআইএলআইএ এর চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন খান। আলোচনা করেন স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদ প্রমুখ।

আগামী বছরের মার্চের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পদ্মা ব্যারেজ উদ্বোধন করবেনঃ পানি সম্পদ মন্ত্রী



রাজবাড়ীর পাংশায় প্রস্তাবিত পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

আগামী বছরের মার্চের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, এমপি।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার হাবাসপুরে প্রস্তাবিত পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পের সাইট পরিদর্শনে বক্তব্যে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

এসময় প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ এমপি, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম এমপি এবং রাজবাড়ী-২ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ হারুন অর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, পদ্মা ব্যারেজ বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২৪ টি জেলার অর্থনৈতিক রূপান্তরের পাশাপাশি কৃষি ও মৎস্য খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। পদ্মা ব্যারেজে ১১৩ মেঘাওয়াটের ২টি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ হবে। ২০০৪ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সময় প্রকল্পটির কারিগরি সমীক্ষা শুরু হয়েছিলো বলে জানান তিনি।

এ্যানি চৌধুরী আরও বলেন, পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারা কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে ৩৪ হাজার ৪৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে। আগামী ৭ বছর মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রস্তাবিত পদ্মা ব্যারেজ হবে ২ দশমিক ১ কিলোমিটার। এতে ৭৮টি স্পিলওয়ে গেট, ১৮টি আন্ডার স্লুইস গেট, ১টি নেভিগেশন লক ও ২টি ফিশ পাস থাকবে। ব্যারেজের উপর ১টি রেলওয়ে সেতুও নির্মাণ করা হবে।

এসময় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এ কে এম শাহাবুদ্দিন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ রুহুল আমিন, রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক আফরোজা পারভীন, জেলা পরিষদের প্রশাসক আব্দুস সালাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের তিস্তা ব্যারেজ পরিদর্শন



বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত Brent T. Christensen নিলফামারীর ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পরিদর্শন করেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলায় তিন দিনের সফরের অংশ হিসেবে নীলফামারীর ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পরিদর্শন করেছেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রংপুর উত্তরাঞ্চলের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোহা. সরফরাজ বান্দা জানান, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে দুপুরে তিনি দেশের সর্ববৃহৎ সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারাজ এলাকায় যান।

এসময় তাঁর সঙ্গে স্ত্রী মিসেস ডিয়ান ডাও ও মার্কিন দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন মেগান বোল্ডিনসহ দূতাবাসের একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের আহ্বায়ক শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ রুহুল আমিন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রংপুর উত্তরাঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আহসান হাবিব ও প্রকৌশলী মোঃ মিজানুর রহমান, ডিমলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ ইমরানুজ্জামান এবং হাতীবান্ধা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপজন মিত্রসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তিস্তা ব্যারাজের নান্দনিক পরিবেশ ও চারপাশের সবুজ প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হন ক্রিস্টেনসেন ও তাঁর স্ত্রী। তাঁরা ব্যারাজ এলাকায় দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন এবং সেখানে কিছু সময় অবস্থান করে পরিবেশ উপভোগ করেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোহা. সরফরাজ বান্দা জানান, পরিদর্শনকালে রাষ্ট্রদূত তিস্তা নদীর বর্তমান পরিস্থিতি, নাব্য সংকট ও সেচ প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করেন। পরে তিস্তা ব্যারাজ এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্টহাউজ 'অবসর'-এ স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় করেন।

মতবিনিময়কালে তাঁকে তিস্তার পানি ব্যবস্থাপনা, নদী সংস্কার এবং শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে স্থানীয় কৃষকদের ওপর সৃষ্ট প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

এসময় রাষ্ট্রদূত আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনা এবং তিস্তা অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ মিশন প্রধানের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ



সচিবালয়ের সভা কক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের মিশন প্রধান জ্যাঁ পেসমে'র সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহন করেন

পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এমপি'র সাথে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের মিশন প্রধান জ্যাঁ পেসমে'র মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সচিবালয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ মতবিনিময় হয়। এসময় মন্ত্রণালয় ও বিশ্বব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলবদ্ধতা, লবণাক্ততা ও খরার মতো চ্যালেঞ্জ দিন দিন বাড়ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া জরুরি।

মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার দেশের নদী-খাল ও জলাশয় খনন ও পুনঃখননের পাশাপাশি নদী ভাঙ্গন ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাংকের অংশীদারিত্ব আরও জোরদারের আহ্বান জানান তিনি।

জ্যাঁ পেসমে বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পানি সম্পদের সমন্বিত পরিকল্পনা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

এছাড়াও সভায় পানি সম্পদ খাতে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

খালপাড় ও বাঁধ রক্ষায় বিন্না ঘাস: কম খরচে প্রকৃতিনির্ভর সমাধান



মোঃ আইয়ুব আলী
প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



খালপাড় ও বাঁধ রক্ষায় বিন্না ঘাসের ব্যবহার

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

বাংলাদেশে নদী, খাল, সেচনালা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ শুধু পানি ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো নয়; এগুলো কৃষি, জীবিকা, পরিবেশ ও জননিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। কিন্তু প্রতিবছর অতিবৃষ্টি, বৃষ্টির পানি, ঢেউ, বন্যা, জোয়ার-ভাটা ও স্রোতের কারণে এসব অবকাঠামোর মাটির ঢাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোথাও ruin-cut erosion, কোথাও ঢাল ধস, আবার কোথাও পাড় ভাঙনের কারণে বিপুল অর্থ ব্যয়ে পুনর্বাসন ও মেরামত করতে হয়।

এ অবস্থায় প্রশ্ন হলো-সব জায়গায় কি ব্যয়বহুল শক্ত প্রতিরক্ষা কাঠামোই প্রয়োজন? নাকি ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী প্রকৌশলগত ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রকৃতিনির্ভর ও স্বল্পব্যয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়?-এই জায়গাতেই সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে বিন্না ঘাস বা ভেটিভার (Vetiver)।

বিন্না ঘাস কেন গুরুত্বপূর্ণ

বিন্না ঘাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার শক্তিশালী ও ঘন শিকড়ব্যবস্থা। এর শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং মাটির কণাগুলোকে একটি প্রাকৃতিক জালের মতো ধরে রাখে। ফলে ঢালের surface erosion কমে এবং মাটির shear srength ও সংহতি বাড়ে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে BUET-এর গবেষণায় দেখা গেছে, vetiver-rooted soil-এর shear strength একই ধরনের unreinforced soil-এর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং effective soil cohesion প্রায় ২.১ গুণ বেশি। গবেষণায় বলা হয়েছে, বিন্না ঘাসের শিকড় বৃষ্টিজনিত মাটিক্ষয়, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে embankment slope-এর নিরাপত্তা বাড়াতে পারে।

অর্থাৎ এটি শুধু একটি ঘাস নয়; যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে এটি একটি living soil- reinforcement system হিসেবে কাজ করতে পারে।

বাংলাদেশের গবেষণাতেও আশাব্যঞ্জক ফল

সাম্প্রতিক সময়ে Sylhet Agricultural University -এর গবেষণায় vetiver ব্যবহার করা ঢালে bare soil-এর তুলনায় মাটিক্ষয় ৭৫.৬০-৭৭.৪৬ শতাংশ কমেছে। একই পরীক্ষায় vetiver-rooted soil-Gi factor of safety ১.৭৩ থেকে ২.৫৫ হয়েছে। অর্থাৎ পরীক্ষিত পরিস্থিতিতে ঢালের স্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে উপকূলীয় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় পরিচালিত গবেষণায়ও embankment I slope protection-এ vetiver-এর কার্যকারিতা পাওয়া গেছে। একটি গবেষণায় vetiver plantation -এর কারণে slope-Gi factor of safety মাটির ধরণভেদে ৩৬-৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে এসব ফলকে সরাসরি দেশের সব জায়গায় প্রয়োগযোগ্য ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। মাটি, ঢাল, পানি প্রবাহ, লবণাক্ততা, রোপণের সময় এবং রক্ষণাবেক্ষণ-সবকিছুর ওপর ফলাফল নির্ভর করবে।

BWDB-এর কাজেও এর ভিত্তি রয়েছে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিন্না ঘাস বাংলাদেশের পানি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় একেবারে নতুন ধারণা নয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকাশিত Schedule of Rates-এ embankment slope-G ruin-cut, erosion ও wave action নিয়ন্ত্রণের জন্য **Vetiver Grass (Binnah Ghass) Tiller** রোপণের নির্দিষ্ট কাজের item রয়েছে। সেখানে ০.২০ মিটার c/c spacing-এ ১ মিটার horizontal ও vertical grid-G slope -এর ওপর vetiver plantation-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং nursery থেকে tiller সরবরাহ, রোপণ, nursing I maintenance-এর বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অর্থাৎ প্রশ্নটি এখন আর "বিন্না ঘাস ব্যবহার করা যাবে কি না" নয়; বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত-

কোথায়, কীভাবে এবং কোন মানদণ্ডে এটি সবচেয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়?

কোথায় ব্যবহার করা যেতে পারে

ঝুঁকির মাত্রা ও site condition বিবেচনায় বিন্না ঘাস ব্যবহার করা যেতে পারে-সেচ ও নিষ্কাশন খালের মাটির ঢালে; বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ অংশে; খাল ও ছোট নদীর স্থিতিশীল পাড়ে; বৃষ্টির পানিতে ক্ষয়প্রবণ ঢালে; সেচনালা ও জলাধারের মাটির ঢালে; পুকুর ও অন্যান্য earthen water structure-এর ঢালে; উপকূলীয় বাঁধের উপযুক্ত অংশে; নতুন নির্মিত earth embankment এর slope protection হিসেবে। তবে এখানে একটি মৌলিক প্রকৌশলগত সীমাবদ্ধতা মনে রাখা জরুরি।

বিন্না ঘাস বড় নদীর তীব্র স্রোত, toe erosion, **গভীর** scour **বা সরাসরি ঢেউয়ের আঘাতের মুখে** hard protection-**এর বিকল্প নয়।** যেখানে গুরুতর নদীভাঙন বা hydraulic attack রয়েছে, সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী CC block, geo-bag, geo-textile, revetment বা অন্যান্য প্রকৌশলগত ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে। বিন্না ঘাস সেখানে সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপকূলে সম্ভাবনা আছে, তবে সতর্কতা দরকার

বাংলাদেশের উপকূলীয় বাঁধে বিন্না ঘাসের বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উপকূলের সব জায়গা এক নয়। কোথাও লবণাক্ততা কম, কোথাও বেশি; কোথাও বাঁধের ঢালে ঢেউয়ের আঘাত বেশি, কোথাও ruin-cut erosion প্রধান সমস্যা। গবেষণায় দেখা গেছে, লবণাক্ততা বাড়লে vetiver-এর বৃদ্ধি ও survival কমতে পারে। তাই উপকূলীয় এলাকায় blanket recommendation না দিয়ে salinity, soil condition ও hydraulic exposure অনুযায়ী site selection করতে হবে।

সবচেয়ে ভালো হতে পারে "hard+green" protection

আমাদের পানি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন-Hard Engineering +Bio-engineering|

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাঁধের নদীমুখী toe যদি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়, সেখানে শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেওয়া হবে। কিন্তু তার ওপরের অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ slope-এ বিন্না ঘাস লাগানো যেতে পারে। এতে একদিকে বড় ক্ষয় প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় প্রকৌশলগত নিরাপত্তা থাকবে, অন্যদিকে বৃষ্টিজনিত surface erosion নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা কাজ করবে।

এখন প্রয়োজন একটি পাইলট প্রকল্প

বড় পরিসরে বিনিয়োগের আগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩ বছর মেয়াদি pilot programme গ্রহণ করা যেতে পারে। উত্তরাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল, হাওর, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে নির্বাচিত site নিয়ে এই পরীক্ষা করা যেতে পারে। প্রতিটি site-এ অন্তত পাঁচটি বিষয় পরিমাপ করা উচিত-১. বিন্না ঘাসের survival rate; ২. মাটিক্ষয়ের হার; ৩. Slope stability; ৪. প্রতি বর্গমিটার ও প্রতি কিলোমিটারের প্রকৃত ব্যয়; ৫. তিন বছরে maintenance requirement| একই সঙ্গে কাছাকাছি একটি untreated control section রাখা হলে ফলাফল বৈজ্ঞানিকভাবে তুলনা করা সম্ভব হবে।

পাঁচটি সুপারিশ

প্রথমত, BWDB-এর আওতাধীন নির্বাচিত খাল, সেচনালা ও বাঁধে **Vetiver-Based Bio-engineering Pilot Programme** গ্রহণ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কৃষি, পানি সম্পদ ও প্রকৌশল বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে "Guideline for **Vetiver-Based Bio-engineering for Canal and Embankment Slope Protection**" প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন মাটি ও জলবায়ু অঞ্চলে বিন্না ঘাসের survival rate ও erosion-control performance নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা করা উচিত।

চতুর্থত, plantation-এর সঙ্গে তিন বছর maintenance এবং dead tiller replacement অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

পঞ্চমত, সফল pilot-এর ফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইডউই-এর নিয়মিত slope protection programme-এ bio-engineering component অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর সময় এখনই

বাংলাদেশে নদী ও বাঁধ রক্ষা করতে প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। সব জায়গায় একই ধরনের ব্যয়বহুল ব্যবস্থা নেওয়া যেমন প্রয়োজনীয় নয়, তেমনি শুধু ঘাস লাগিয়ে বড় ধরনের নদীভাঙন ঠেকানোর চেষ্টাও বাস্তবসম্মত নয়।

প্রয়োজন হলো **ঝুঁকি অনুযায়ী সঠিক প্রযুক্তির নির্বাচন**। যেখানে hard protection দরকার সেখানে hard protection দিতে হবে। আর যেখানে বৃষ্টিজনিত ক্ষয়, surface runoff ও অপেক্ষাকৃত কম hydraulic stress -এর কারণে মাটির ঢাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেখানে বিন্না ঘাসের মতো প্রকৃতি নির্ভর প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। বিন্না ঘাস তাই কোনো অলৌকিক সমাধান নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বাচন, সঠিক spacing spacing, সময়মতো রোপণ, নিয়মিত maintenance এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এটি বাংলাদেশের খাল, বাঁধ ও ছোট নদীর পাড় রক্ষায় একটি স্বল্পব্যয়ী, **পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু-সহনশীল সহায়ক প্রযুক্তি হয়ে উঠতে পারে।**

এখন প্রয়োজন শুধু ঘাস লাগানো নয়-**প্রয়োজন গবেষণা, পরিকল্পনা, প্রকৌশল ও প্রকৃতিকে একসঙ্গে কাজে লাগানো।**

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে নতুন মহাপরিচালক এর যোগদান



মোঃ রুহুল আমিন

মোঃ রুহুল আমিন ৫ জুলাই, ২০২৬ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নক্সা ও গবেষণা) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৯১ সালে Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) থেকে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসা প্রশাসনে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন .। তিনি ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান প্রকৌশলী পদে বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩২ বছরের অধিক চাকরিকালীন তিনি জাপান, ভিয়েতনাম ও অস্ট্রিয়াসহ বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে অর্জিত জ্ঞান বোর্ডের কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করেন। প্রকৌশলী মোঃ রুহুল আমিন ১৯৬৮ সালে রাজশাহী জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (IEB) এর সদস্য ।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রাধীন ১৫ (পনের) টি খাল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে চূড়ান্তকৃত সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বাপাউবো'র প্রধান কার্যালয় পানি ভবনের মহাপরিচালক মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ রুহুল আমিন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব মোল্লা মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মোঃ শফিকুল ইসলাম, কেন্দ্রিয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলীসহ বাপাউবো'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন পরিচালক (বোর্ড) এস এম হুমায়ূন কবীর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খয়বর রহমান।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ রুহুল আমিন বলেন, ডিএনডি এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদে জলাবদ্ধতা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য পুনঃখননকৃত খালসমূহের যথাযথ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খালগুলো পুনঃখননের পর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা না গেলে এগুলোর কাঙ্ক্ষিত সুফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তিনি বলেন, সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দায়িত্ব ও সমন্বয়ের একটি সুস্পষ্ট কাঠামো তৈরি হলো।



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ- ডেমরা প্রকল্পের খাল হস্তান্তর বিষয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মোঃ আবদুল মতিন, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা আল আমীন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
সহকারী সম্পাদক : মোস্তফা আল আমীন, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd